সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা

পিএইচ.ডি. গবেষণা নিবন্ধ (আর্টস)

সংক্ষিপ্তসার

(Abstract)

গবেষক

স্বাধীন কুমার মণ্ডল

নির্দেশিকা

ড. কাকলী ঘোষ

সহযোগী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা

সংক্ষিপ্তসার (Abstract)

বাংলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ এই সময় পুরোনো ভাবনা, চিন্তা ও চেতনার সব স্তরে আমূল পরিবর্তন হয়ে, সমগ্র সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নব উদ্যমে ও নব কলেবরে এক আলোকিত যুগের পথে অগ্রসর হয়েছিল। নতুন নতুন ভাবধারার জন্মদাত্রী এই শতাব্দীকে ঐতিহাসিক ও বিদ্বজ্জনেরা 'বাংলার নবজাগরণ' বলে অভিহিত করে থাকেন। শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি সর্বত্রই অন্ধকারময় নির্জীবতার অপসারণ ঘটিয়ে আলোকময় সজীবতার প্রাণসঞ্চার দেখা গিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ, পাশ্চাত্য ভাবের আলোকে শুরু হয় এই দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস।

এই আঙ্গিকে ভারতীয় দর্শনগুলির দিকে আলোকপাত করলে স্পষ্টতই দেখতে পাওয়া যায় ন্যায় ও বেদান্ত দর্শনের চর্চাতেই বাঙালির সর্বাধিক অভিনিবেশ। বস্তুত নব্যন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্ত চর্চার সর্বাধিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বাঙালি মনীষার অবদান দর্শনের সমস্ত পাঠক ও আলোচকদের নিকট সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রশ্ন যদি হয় সাংখ্যচর্চায় বাঙালি মনীষার অবদান কতখানি বা বলা ভালো কতটুকু, তাহলে উত্তর খুঁজতে সাংখ্যচর্চার ইতিহাসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আনতে হয়। সাংখ্য যেমন নব্যন্যায়ের মতো পুষ্প পত্র পল্লবিত দীর্ঘশাখায় রূপান্তরিত হতে পারেনি, তেমনই বাঙালির তথাকথিত বেদান্তচিন্তার 'কপিরাইটে'র ধাক্কায় মূল শিকড়টিকে গভীরে প্রোথিত করতে পারেনি। তাহলে সাংখ্যচর্চায় বাঙালির নিযুক্তি ঠিক কতটা? টীকা-টিপ্পনী নির্ভর প্রত্যক্ষ আলোচনা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এবং মৌলিক আলোচনা উপলব্ধ; তবে সবই পরিমাণে স্বল্প। যদিও সর্বত্র একথা বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে সাংখ্যের মতবাদকে মূলধন করেই ভারতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনগুলির সবকটিই তাদের 'পসার' জমিয়েছিল।

ন্যায় বা বেদান্ত দর্শনে যেরূপ উৎপত্তিকাল থেকে প্রায় উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ভাষ্য-টীকার প্রণয়ন অব্যাহত ছিল, সাংখ্যের সেই ধারায় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের ব্যাপ্তি থাকলেও কারিকা-ভাষ্য/টীকা-তট্টীকা এই পরম্পরায় গ্রন্থের অপবর্গ অঙ্গুলিগ্রন্থি পরিমিত।[১] তথাপি, টীকা-টিপ্পনী নির্ভর প্রত্যক্ষ আলোচনায় বেশ কিছু বাঙালির এই বিষয়ে নিযুক্তি প্রশংসনীয়। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের উন্মেষে যে কয়েকজন মনীষী ভারততত্ত্ব নিয়ে সারস্বত চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন, 'সাংখ্য' নিয়ে তাদের যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক আলোচনাও কৃতিত্বের দাবি রাখে কারণ, শুধুমাত্র তত্ত্ব ও তথ্যের চর্বিতচর্বণে সেই শব্দভাণ্ডার খরচ হয়নি বরং পাশ্চাত্য দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান, বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সাংখ্যের 'মাল্টিডাইমেন্‌শনাল্‌ অ্যাপ্রোচে'র মাধ্যমে অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। সেই মনোগ্রাহিতা ও গুণগ্রাহিতা যথাযথভাবে গবেষণা জগতের সামনে উপস্থাপন করার এক বিনম্র প্রয়াস, "সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালি মনীষা" নামক বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি।

ভূমিকা ও উপসংহার সহ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি মোট সাতটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', তৃতীয় অধ্যায়টি 'বঙ্কিম ভাবনায় সাংখ্যদর্শন', চতুর্থ অধ্যায়টি 'সাংখ্যের ঐতিহ্যানুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ', পঞ্চম অধ্যায়টি 'রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-চিন্তনে সাংখ্যদর্শন', ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'বাঙালির সাংখ্যচর্চার ইতিবৃত্ত' এবং সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়টি 'উপসংহার'। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনানুসারে 'উল্লেখপঞ্জি' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা নিবন্ধের শেষে চারটি 'পরিশিষ্ট', 'গ্রন্থপঞ্জি' ও 'শব্দসূচি' যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পথটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যথাসম্ভব কারিকা ও টীকা-টিপ্পনীর সহায়তায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংখ্যের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপন করতে শ্রীমদ্ ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থটিকেই প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে বিবেচনা করা হয়েছে এবং কারিকার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত *তত্ত্বকৌমুদী* টীকার ও অজ্ঞাতকর্তৃক রচিত *যুক্তিদীপিকা* নাম্নী টীকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাংখ্যদর্শন স্বীকৃত প্রমাণত্রয়ের সাপেক্ষে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা তথা গুণত্রয়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, পুরুষসিদ্ধি, প্রধান সিদ্ধি, সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধির ধর্ম, কৈবল্য প্রভৃতি বিষয়গুলির সামান্য ধারণাটি সংক্ষেপে সর্বপ্রথমে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে, যথাসম্ভব সরলরূপে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

নবজাগরণের চিন্তাধারার পরিবর্তনকে সাক্ষ্য রেখে, দর্শন চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন যেসব বাঙালি, তাঁদের মধ্যে এমনই এক বিশিষ্টজন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ভাবনায়, ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনের যে গতিপথের বিবরণ প্রতিফলিত, তৃতীয় অধ্যায়ে তার যুক্তিসঙ্গত পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন, অন্যান্য দর্শন-পরম্পরার মত সাংখ্য তার প্রাচীনত্বের শিরোপা নিয়ে বিদ্যমান। তবে এই প্রাচীনতা সাংখ্যের অসারতা নয়, বরং সুবিস্তৃত দর্শনারণ্যে প্রোথিত বনস্পতির পরিচায়ক।[২] তন্ত্রের ও বৌদ্ধধর্মের সাংখ্যমূলকত্ব তিনি যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে দেখিয়েছেন। আবার সাংখ্যের মূলতত্ত্বগুলি যেমন, দুঃখপ্রাধান্য, দুঃখনিবৃত্তি, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ঈশ্বর (সেশ্বর অথবা নিরীশ্বর) প্রভৃতির বর্ণনার সময় অনেক লৌকিক জগতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে দুঃখপ্রাধান্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি অবতারণা করেছেন সেইসব দৃষ্টান্তের যেগুলি প্রাচীন পন্ডিতদের না, বরং আধুনিক সমালোচকের। প্রসঙ্গক্রমে সেখানে মাদক সেবন, রাসায়নিক যৌগ কার্বনিক অ্যাসিড, ম্যালথাসের পপুলেশন থিয়োরি এইরকম বিবিধ বিষয় উঠে এসেছে। শাস্ত্রীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় তথা সমালোচনায় এটি একটি অভিনব উদ্যোগ, যা বিষয়ের উপলব্ধিতে অনেক বেশি সহায়ক। আবার দুঃখনিবৃত্তির আলোচনায় প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের রেশ ধরে পাঠক পৌঁছে যেতে পারেন সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়। তাঁর এইরূপ আধুনিক এবং স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে আলোচনাটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও যথার্থ অর্থে বহুমুখী। একথা বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় সমাজের তাৎকালীক গতিকে উপলব্ধির অভিপ্রায়েই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্যের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

সাংখ্যদর্শনের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াস আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। বস্তুত, বেদান্তের প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য যাত্রায় এবং সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করার জন্য অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারক রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তবে, এই বেদান্তের আলোচনা করতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে তিনি সাংখ্যদর্শনের বিবিধ তত্ত্বের যেমন মূলপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মহাভূত, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, পুরুষ, ঈশ্বর, প্রকৃতিলীন, জীবন্মুক্ত প্রভৃতির উপস্থাপন করেছেন। তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির প্রথম প্রয়াসরূপ সাংখ্যদর্শনের মহত্ত্ব। সেই কারণে কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনকে বেদান্তের উপলব্ধিতে 'stepping stone' বা প্রথম পদক্ষেপ বলতে তিনি দ্বিধা করেননি- "I want this to be clear, because it is the stepping-stone to Vedānta and it is absolutely necessary for you to understand it because this is the basis of the philosophy of the world. There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila".[৩] তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যের আপাতবিরোধ প্রতীত হলেও ভিতরের মূলসুর একই তারে বাঁধা।[৪] তাই সাংখ্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে বেদান্তের অট্টালিকায় পদার্পণ করার সময় অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি কাপিল দর্শনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন- "We shall see how the Vedantists grope out of all these

difficulties and reach a perfect solution, and yet all the glory really belongs to Sānkhya. It is very easy to give a finising touch to a building when it is constructed".[৫] স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক এবং স্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গক্রমে হলেও, তাঁর নির্দেশিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি যথার্থ অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত ও বহুমুখী।

জড় বিজ্ঞানের বিবিধ ব্যাখ্যানাবসরে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সাংখ্যের তত্ত্বগুলির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে পর্যালোচনা করেছেন, তার একটি রূপরেখা উপস্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধের ইমারতে একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক সত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[৬] যার ফলস্বরূপ অনেক অব্যক্ত বিষয় সাহিত্যের রসে সিক্ত হয়ে, বিজ্ঞানের তিক্ততা অতিক্রম করে, দর্শনের মুক্ত পরিসরে ব্যক্ত হয়েছিল। 'প্রকৃতি', 'পঞ্চভূত', 'জগতের অস্তিত্ব', 'সৃষ্টিতত্ত্ব'– প্রভৃতি সেই প্রবন্ধের প্রাসাদের কয়েকটি মাত্র, যেখানে তিনি বিজ্ঞানকে উপরের খোলস থেকে নয়; একেবারে নিজ বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা আনন্দ-নিরানন্দের সাথে মিলিয়ে সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে দার্শনিক ব্যাখ্যার সুলুকসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। দর্শনের উত্তরাধিকার তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করেছিলেন এবং আধুনিক পৃথিবীকে সেই উত্তরাধিকারের মূল্য বোঝাতে সেখানেই নোঙর ফেলতে চেয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে Santanu Chacraverti যথার্থই বলেছেন– "He had gladly accepted the Orientalist verdict of the uniqueness and excellence of the vedic-vedantic-sanskritic spiritual legacy and now sought his moorings therein, striving at the same time to adapt this legacy to the challenges of modern world".[৭] বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ হোক বা যুক্তি, তার অবতারণায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সরস ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ রচনাশৈলীর কারণেই নীরস ও জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সর্বসাধারণের নিকট উপভোগ্য ও উপাদেয় হয়েছে। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই 'Pathbreaking Populariser of Science in Bengal'। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনই কেবল 'কথার মারপ্যাঁচ' না, বরং তা অনেকখানি বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারের মঞ্চ এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে, দার্শনিকের গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative analysis) ও বৈজ্ঞানিকের মাত্রাগত বিশ্লেষণ (Quantitative analysis) –এই দুই পথে তিনি হেঁটে গেছেন সাহিত্যসুধা বর্ষণের মধ্যে দিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী– 'ত্রয়ী'র রচনায় একটি বিশেষ স্তর লক্ষ্য করার মত। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার অনুপাত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনায় বেশি, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের আলোচনায় এই সমীকরণ অনেকটা সমান অনুপাতেই উপলব্ধ আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার তুলনায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অনুপাত অনেক বেশি। এইরূপ বিশেষ স্তরের কোনও বিশেষ কারণ আছে কিনা, বলা মুশকিল; তবে সবার রচনাতেই সাহিত্যের বৃন্তে ভর করে দর্শন ও বিজ্ঞানের দুটি কুসুমকে প্রস্ফুটিত করার সার্থক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আনতে হলেও, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বাঙালির সাংখ্যের চর্চার দলিল স্পষ্টতই উপলব্ধ। এবং বাঙালির সাংখ্যচর্চার সেই ইতিবৃত্তটি যথাসম্ভব তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালির চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, সেই ভাব ও চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে বাঙালি তার সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসে দার্শনিক চর্চার পৌরোহিত্য করেছিল। মোহিতলাল মজুমদার বাঙালির এই সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরসের উপলব্ধির প্রশংসা করেছেন, "বাঙ্গালী যেমন সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা ও অতীন্দ্রীয় অনুভূতিরসের রসিক, তেমনই, সে সেই রসকে বস্তু বা বিষয়নিরপেক্ষরূপে ভোগ করিতে ইচ্ছুক নয়; সে এই দেহেরই সূক্ষ্মতর অধিষ্ঠানে, সহস্রদল নাড়ীপদ্মে তত্ত্বমধু ভুঞ্জনের পক্ষপাতী...".[৮]

সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী, মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে রঘুনাথ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন তর্করত্ন, কুঞ্জবিহারী তর্কসিদ্ধান্ত, রমেশ চন্দ্র তর্কতীর্থ, কালীপদ তর্কাচার্য, হরিহরানন্দ অরণ্য প্রভৃতি বাঙালি মনীষার নিযুক্তি উল্লেখ করার মত।[৯] এমনকি সাংখ্যদর্শনের বিবিধ দিক অবলম্বন করে যারা সংস্কৃত ভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে বিধুভূষণ ন্যায়তর্কতীর্থ (ভট্টাচার্য), বেণুধর তর্কতীর্থ, আশুতোষ ন্যায়াচার্য, শরচ্চন্দ্র খাঁ, নিখিলেশ চক্রবর্তী, দীননাথ ত্রিপাঠী, সুরমা মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০]

বাংলা ভাষায় অনুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, কালীবর বেদান্তবাগীশ, সুরেন্দ্রনাথ রায়, মহেশ চন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি বাঙালি বিদ্বজ্জনের নিযুক্তি উল্লেখ করার মত।

ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ, প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ প্রণয়নে পুলিনবিহারী চক্রবর্তী, অভয় কুমার মজুমদার, জে. এন. মুখার্জি, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, নন্দলাল সিনহা, সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, গোপীনাথ কবিরাজ, অণিমা সেনগুপ্ত প্রভৃতি বাঙালি মনীষার নিযুক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাংখ্য চর্চায় এইরূপ নিযুক্তি স্পষ্টতই সাংখ্যতত্ত্বসমীক্ষায় আধুনিক বাঙালির চিন্তনের গভীরতার দিকটি নির্দেশ করে। আগামী দিনে এই দর্শন চিন্তার প্রবাহ কোন দিকে– তার উত্তর অবশ্য আগামীর জন্য তোলা থাক; তবে যুক্তিশীল বাঙালির দর্শন চিন্তা ও চর্চা অত্যন্ত ক্ষীণস্রোতা হয়েও যে প্রবহমান থাকবে, এরকম আশা করা চলে।

উল্লেখপঞ্জি

[১] *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. IV. pp. 14-17

[২] বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২২৪

[৩] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2, p.435

[৪] Kakali Ghosh, "Legacy of Sāṁkhya Concepts in Śaṁkara's Interpretation: An Exegesis", *The Quintessence of Yoga*, pp. 65-80

[৫] *The Complete Works of Swami Vivekananda* (150th Birth Anniversary Ed.), Vol.2, p. 442

[৬] অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ, *আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর*, পৃ. ১৩

[৭] Santanu Chacraverti, "Ramendrasundar Trivedi: A Pathbreaking populariser of Science in Bengal", *Uncharted Terrains*, p. 76

[৮] সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, পৃ. ২৪০

[৯] Karl. H. Potter, *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. I. (Bibliography)

[১০] Sanskrit-Sāhitya-Pariṣat-Patrikā: Viṣayādi-Sūcīpatram, Vol. 61 & 87

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি (Select Bibliography)

➢ **বাংলা গ্রন্থসমূহ**

ঈশ্বরকৃষ্ণ। *সাংখ্যকারিকা*। সম্পা. পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭ (২য় মুদ্রণ) (১ম সংস্করণ, ১৯০১)। মুদ্রিত।

কপিল। *সাংখ্যদর্শন*। সম্পা. পঞ্চানন ঘটক। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ২০০০)। মুদ্রিত।

----। ------। কালীবর বেদান্তবাগীশ (অনূদিত)। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পা.)। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ সংস্করণ)। পিডিএফ।

গুপ্ত, সুশীল কুমার। *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): এ. মুখার্জী এন্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

ঘোষ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ। *আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৯২৩। মুদ্রিত।

ঘোষ, প্রণবরঞ্জন। *বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার। *বাঙ্গালার রেনেসাঁস*। কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। পিডিএফ।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *বিবিধ প্রবন্ধ*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): হেয়ার প্রেস, ১৮৯৬ (২য় সং)। পিডিএফ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার* (প্রবন্ধ সংকলন)। কলকাতা: গাঙচিল, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত।

বসু, স্বপন এবং ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩। মুদ্রিত।

বাচস্পতি মিশ্র। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*। সম্পা. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ) (৫ম প্রকাশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ)। মুদ্রিত।

ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র নাথ। *সাংখ্যদর্শন*। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৫ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সংস্করণ, ১৯৬৬)। মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-৪৬।

ভারতীয় দর্শন কোষ। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা (এখন কলকাতা): সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-১১৮।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ) (১ম সং ১৯৩৬)। মুদ্রিত।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ (ষষ্ঠ মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম-দশম খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ (২৯তম পুনর্মুদ্রণ)। মুদ্রিত।

➢ **English/Sanskrit/Hindi Books**

Chacraverti, Santanu. "Ramendrasundar Trivedi: A Pathbreaking populariser of Science in Bengal". *Uncharted Terrains*. Narender K. Sehgal. New Delhi: Vigyan Prasar, 2000. PDF.

Dasgupta, S. N. *A History of Indian Philosophy*. Vol-I. New Delhi: Motilal Banarasidas, 2015 (8th rpt.) (1st Cambridge edition 1922). Print.

Ghosh, Jajneswar. *Sāṁkhya and Modern Thought*. Calcutta (now Kolkata): The Book Company Ltd., 1930. Print.

Ghosh, Kakali. *The Reflection of Yoga in the Principal Upaniṣads*. Pune: Kaivalyadhama, 2020. Print.

Gopinath Kaviraj, *Selected Writings of Mahamahopadhyaya Gopinath Kaviraj*. Varanasi: Indica Books, 2006 (1st ed. 1990). Print.

Larson, Gerald J and R S Bhattacharya. Comp. and Ed. *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Vol. IV (Sāṁkhya A Dualist Tradition in Indian Philosophy). New Delhi: Motilal Banarasidas, 2006 (rpt.) (1st ed. 1987). Print.

Potter, Karl H. Comp. and Ed. *Encyclopedia of Indian Philosophies* (Bibliography). New Delhi: Motilal Banarasidas, 1995 (Revised 3rd ed.) (1st ed. 1970). Print.

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*. Vol-II. New Delhi: Oxford University Press, 2017 (16th impression) (1st Indian edition 1940). Print.

Saṁskrita-Sāhitya-Pariṣat-Patrikāyā Viṣayādi Sūcipatram. Ed. Karunasindhu Das. Kolkata: Sanskrit Sahitya Parishat, 2002. Print. [Sanskrit Sahitya Parishat Series 61]

Śāstrī Udayvīr. *Prācīn Sāṁkhya*. New Delhi: Govindram Hasanand, 1669

The Complete Works of Swami Vivekananda. (150th Birth Anniversary Edition). Vol. 1-8. Kolkata: Advaita Ashrama, 2018. Print.